দৈনিক
আমাদের সময়

18 OCT 2017

শিক্ষাসেবার নামে প্রতারণা

এম এইচ রবিন ●

শিক্ষাসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সুবিধা দেওয়ার কথা বলে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নাম ভাঙিয়ে ফোন করে মানুষের কাছ থেকে অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছে একটি প্রতারকচক্র। কখনো কখনো মন্ত্রণালয়, দপ্তরের শীর্ষ কর্মকর্তা কিংবা তার আত্মীয়স্বজনের চিকিৎসার নামেও অর্থ চাওয়া হচ্ছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা বোর্ড, জেলা-উপজেলা শিক্ষা অফিসকে কেন্দ্র করে চলছে এ প্রতারকচক্রের কার্যক্রম।

জাতীয়করণ, এমপিওভুক্তি নিশ্চিত হবে– এমন আশ্বাসে বিশ্বাস করে প্রতারণার শিকার অনেকে

জানা গেছে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ, এমপিওভুক্তি নিশ্চিত হবে– এমন আশ্বাস দিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নাম ব্যবহার করে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্টদের কাছে ফোনে অর্থ চাওয়া হয়। আশ্বাসে বিশ্বাস করে টাকা দিয়ে ইতোমধ্যে প্রতারণার শিকার হয়েছেন অনেকে। এমন একাধিক অভিযোগ এসেছে মন্ত্রণালয়ে।

এ বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ জানান, কেউ যদি জাতীয়করণের নামে অর্থ দেয়, এ খবরের সত্যতা পেলে তার প্রতিষ্ঠান সবার আগে বাদ পড়বে। জাতীয়করণ সরকারের নীতিগত সিদ্ধান্ত। এতে কোনো টাকা-পয়সার প্রয়োজন নেই। প্রতারকদের বিষয়ে সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এ বিষয়ে মাঠপর্যায়ে কাজ করছে।

জানা গেছে, সম্প্রতি অজ্ঞাত একাধিক ব্যক্তি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যান প্রফেসর আবদুল মান্নানের নাম ভাঙিয়ে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে ফোন করে অর্থ পাঠাতে বলেন। উপাচার্যদের বলা হয়, চেয়ারম্যানের আত্মীয়স্বজনের চিকিৎসার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রয়োজন। সন্দেহ হলে বিষয়টি ইউজিসিকে অবহিত করে একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ।

এ প্রসঙ্গে ইউজিসির অতিরিক্ত পরিচালক (জনসংযোগ) মো. ওমর ফারুখ জানান, কমিশনের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়সহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। কারণ এতে ইউজিসি চেয়ারম্যান এবং কমিশনের ভাবমূর্তি চরমভাবে ক্ষুণ্ন হচ্ছে।

তিনি বলেন, কমিশনের চেয়ারম্যান, সদস্য ও কর্মকর্তা-কর্মচারীর নামে কোনো এরপর পৃষ্ঠা ৭, কলাম ৪

শিক্ষাসেবার নামে প্রতারণা

(শেষ পৃষ্ঠার পর) বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আর্থিক বা অন্য কোনো ধরনের সহায়তা চাওয়া হলে তাৎক্ষণিক আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। অজ্ঞাত ব্যক্তি ০১৭২৩৮৫২৮৫৭ থেকে উপাচার্যদের ফোন করেছিল বলে জানান ওমর ফারুখ।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তারা জানান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আসন বৃদ্ধি, পাঠ অনুমোদন, প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন, পরীক্ষার ফলে নম্বর বৃদ্ধি, অনলাইন ভর্তিতে শিক্ষার্থী বাড়িয়ে দেওয়াসহ নানা কাজের নিশ্চয়তা দিয়ে মানুষের কাছে ফোনে অর্থ চাওয়া হচ্ছে। এমন অসংখ্য অভিযোগ এসেছে বোর্ডে।

বোর্ডের সিনিয়র সিস্টেম অ্যানালিস্ট প্রকৌশলী মো. মনজুরুল কবীর জানান, কেউ কেউ প্রতারণার শিকার হয়ে বোর্ডের দ্বারস্থ হয়েছেন। যেসব নম্বর থেকে বোর্ডের কাজের নামে মানুষের অর্থের জন্য ফোন করা হয়েছে– ০১৭৪৩৮৪৬৪১৯, ০১৭৬৮৪৭২৬১৮, ০১৭৪৬০৯০৭৯৩, ০১৭৩৫৭১৮৬৩৪, ০১৭৪৩৮৪৩৬৪৭, ০১৭৪৯৮৭৩৮০৯, ০১৭৪৩৮৪৩৬৪৭, ০১৭৪৩৮৪৩৬৪৭।

তিনি বলেন, মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে টাকা লেনদেন করার পরামর্শ থাকে প্রতারকদের। এক নম্বর দিয়ে একাধিক ফোন করা হয় না। ফোনের পরপরই নম্বরটি বন্ধ থাকে। এক বা দুদিন পর আবার ফোন করা হয় বলে জানিয়েছেন ভুক্তভোগীরা।

এ বিষয়ে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর মাহাবুবুর রহমান জানান, বোর্ডের কোনো সেবার জন্য কাউকে ফোনে টাকা চাওয়া হয় না। সেবা ফি সোনালী ব্যাংকের সোনালী সেবার মাধ্যমে পরিশোধ করতে হয় ব্যাংকে। সুতরাং যারা ফোন করে বিকাশসহ নানা চ্যানেলে অর্থ পাঠানোর কথা বলে অমুক-তমুক করে দেব আশ্বাস দিচ্ছে, এরা স্রেফ ফল্ট গ্রুপ। এ ধরনের প্রতারক থেকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়ে চেয়ারম্যান বলেন, বিষয়টি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে অবহিত করা হয়েছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, মাদ্রাসা অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন জেলা-উপজেলা শিক্ষা অফিস কেন্দ্র করে চলছে প্রতারকচক্রের কার্যক্রম।